দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...3.0 APR 1988...
পৃষ্ঠা... ...5...কলাম...3...

022

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় দুর্নীতি ঃ দায়ী কে ?

পরীক্ষায় দুর্নীতি আজ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এক অত্যন্ত জটিল ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল স্তরগুলোকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। এমন কি প্রাথমিক স্তরেও। সেখানেও টেবিলগুলো পুস্তকের পাতায় পরিণত হতে দেখা যায়। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ দুর্নীতির ছোবল হতে যদি প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও রেহাই না পায় এবং তাদের হাতে খড়িই যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহলে তাদের ভবিষ্যত জীবনের ভিত কতটুকু মজবুত এবং তারা দেশ ও জাতিকে কি উপহার দিতে পারবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এ ব্যাধির উৎস কি তা আমরা তলিয়ে দেখেছি এমন প্রমাণ অনেকটা বিরল বললেই চলে। অথচ এর উৎসগুলো সম্পর্কে কম-বেশী আমরা সকলেই অবগত।

প্রথমতঃ দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট লেখাপড়ার প্রথা বিদ্যমান। যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের নিকট প্রাইভেট পড়ে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্যের তুলনায় শিক্ষকদের সুদৃষ্টি বেশী লাভ করার সৌভাগ্য তাদের হয় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রেই তা প্রয়োগ করতে দেখা যায়। আবার এমনও পরিলক্ষিত হয় যে, পরীক্ষার পূর্বে অন্ততঃ এক মাসও যদি প্রাইভেট পড়তে পারে তাহলে অন্ততঃ কিছুটা ছাত্রদের আত্মা শান্ত হয়, অন্যথায় সে নিজেই আপন পায়ে কুঠারাঘাত করল বলে মনে করে। তাহলে যারা আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে প্রাইভেট পড়তে অক্ষম তারা শিক্ষকের আলাদা সুদৃষ্টি (যা সাধারণতঃ পরীক্ষা করে থাকেন তা) হতে বঞ্চিত। সুতরাং তারা অনন্যোপায় হয়ে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়

দ্বিতীয়তঃ দেশের প্রায় প্রতিষ্ঠানসমূহে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য সূচী বা সিলেবাস শেষ হয় না।

তা রাজনৈতিক কারণেই হোক বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্যোগের কারণেই হোক, ফলে পরীক্ষায় আগত প্রশ্নের সাথে অপরিচিতির কারণে দুর্নীতির দ্বারস্থ হতে হয় পরীক্ষার্থীগণকে।

তৃতীয়তঃ এমন অনেক ছাত্র রয়েছে যাদের মেধা নিম্নমানের। কিন্তু পরীক্ষায় ভাল ফল তারও কাম্য। যেহেতু আমাদের দেশে ভাল মেধার চেয়ে ভাল ফলই বেশীর ভাগ কাম্য। বিশেষতঃ অভিভাবক মহলে। তাই যারা নিজের মেধা শক্তির মাধ্যমে অভিভাক মহলের কাংখিত ফলাফল উপহার দিতে সক্ষম হবে না সংগত কারণেই তারা অভিভাবক মহলের মনোতুষ্টির জন্য অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। যা দুর্নীতির নামান্তর।

চতুর্থতঃ এমন কতেক প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে রয়েছে যেগুলো দুর্নীতির জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক তথা শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। যে প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি জিইয়ে রেখে ছাত্রদের জীবনকে ধ্বংসের অতলতলে হারিয়ে দিচ্ছে।

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ভাল ফলাফল করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করা অথবা ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যেহেতু যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভাল ফলাফল হয় অভিভাবক মহল সেখানে স্বীয় সন্তানকে ভর্তি করাতে সচেষ্ট থাকেন এবং ছাত্ররাও ভাল ফলের আশায় ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভিড় জমায়। এমনও দেখা যায়, সারা বছর এক প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করে পরীক্ষার পূর্বে অন্যত্র গিয়ে ফরম ফিলাব করায়।

এতদ্ব্যতীত আরও এমন অনেক কারণ চোখে পড়বে যেগুলো ছাত্রদের দুর্নীতির পথে পা বাড়াতে বাধ্য করে এবং যেগুলোর সাথে এদেশের মানুষ কমবেশী প্রায় সকলেই জড়িত। যেহেতু আমরা কেউ শিক্ষক, কেউ ছাত্র, কেউ অভিভাবক, কেউ কর্তৃপক্ষ।

সুতরাং এ সংক্রামক ব্যাধি হতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা ও মুক্ত রাখতে হলে আমাদের সকলকেই (শুধু ছাত্ররা নয়) সমন্বিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে হবে। এবং এতেই এ ব্যাধির উপশম সম্ভব।

—কাজী মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম খান,